জা । র্মা । নি

মৃত্যুর অধিকার

জার্মান টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে প্রায়ই একটি প্রতিবেদন দেখা যায় সংজ্ঞাহীন একজন রোগী হাসপাতালের বিছানায় পড়ে আছে। মৃত্যুপথযাত্রী। সমগ্র শরীর হাজারো রকমের কর্ড এবং বিভিন্ন রকমের অত্যাধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতির সঙ্গে সংযুক্ত। অসাড় এবং নিথর একটি দেহ। কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস, খাবার এবং ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। একদিন-দু'দিন নয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কোনো কোনো রোগী শরীরে মরণব্যাধি নিয়ে এভাবে পড়ে আছে ৮ থেকে ১০ বছর। ডাক্তার শেষ জবাব দিয়ে দিয়েছে বহু আগেই। অলৌকিকভাবে যদি কোনো কিছু না ঘটে তাহলে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো এ ধরনের রোগীদের আবার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কোনো প্রকার সম্ভাবনাই নেই।

এ ধরনের প্রতিবেদন যারা টিভিতে অথবা পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন, তারা অনেকেই শিউরে উঠেছেন। বলেছেন, 'না'। যন্ত্রপাতির সহায়তা নিয়ে কর্ড পাইপ গায়ে কৃত্রিমভাবে জীবনকে দীর্ঘায়িত করার কোনো অর্থ হয় না। এর চেয়ে বরং ভালো জীবনকে গুডবাই জানিয়ে কঠিন বাস্তবতা মেনে নিয়ে সুন্দর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। এটাকে ঝুলিয়ে রেখে কি লাভ। যন্ত্রপাতি খুলে ফেলে প্রিয়জনের মাঝ থেকে এ সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়াই উত্তম। মৃত্যুকে তো অস্বীকার করা যায় না। তাই ইদানীং জার্মানির পুরনো একটি সমস্যা আবার নতুন করে আলোচনায় এসেছে। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীরা জার্মানিতে দীর্ঘদিন যাবৎ দাবি করে আসছেন তথাকথিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ মৃত্যুসহায়তাকে রাষ্ট্রীয় বৈধতা দান করার জন্য। যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুপথযাত্রী একজন রোগীর আবেদনের প্রেক্ষিতে একজন চিকিৎসক যখন জীবননাশক কোনো টিকা বা ইঞ্জেকশন দিয়ে সরাসরি একজন রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করেন সেটাকে এ দেশে বলা হয়, প্রত্যক্ষ মৃত্যুসহায়তা। আর একজন রোগীর আবেদনের প্রেক্ষিতে একজন চিকিৎসক যখন কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা কোনো রোগীর দেহ থেকে জীবনরক্ষাকারী সমস্ত যান্ত্রিক উপকরণ খুলে ফেলে অথবা ওষুধপত্রের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়ে রোগীকে ভয়াল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন সেটাকে বলা হয় পরোক্ষ মৃত্যুসহায়তা। জার্মানিতে রোগীদের স্বজনদের প্রচন্ড দাবির মুখেও এখনো পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রকার মৃত্যুসহায়তাই বৈধ নয়। রোগীর লিখিত সম্মতি থাকলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মৃত্যুসহায়তাদানকারী কোনো চিকিৎসক জার্মানির অপরাধ আইনে একজন হত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হন। ইউরোপের অনেক দেশে পরোক্ষ মৃত্যুসহায়তা বৈধ হলেও শুধু হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামেই পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ দু'ধরনের মৃত্যুসহায়তা বৈধ। তাই জার্মানির অনেক মৃত্যুপ্রত্যাশী রোগীর আত্মীয়স্বজন রোগীর শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাকে নিয়ে হল্যান্ড বা বেলজিয়াম গিয়ে সেখানকার ডাক্তারদের একটি সহজ মৃত্যুদান করার জন্য অনুরোধ করেন।

জার্মানিতে প্রতিটি নাগরিক চিকিৎসা বীমার অন্তর্ভুক্ত। কর্মজীবী এবং স্বনিয়োজিত

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় অভিজ্ঞতার কথা জানান। লিখুন দূতাবাস সমস্যা, ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

- বিভাগীয় সম্পাদক

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

info@shaptahik2000.com

দ: । কো । রি । য়া

ব স ন্তে র দি ন

দক্ষিণ কোরিয়াকে সুন্দর সকালের দেশ বলা হয়। বিশেষ একটা দিক হলো- এই দেশ বিচিত্র প্রাকৃতিক নৈপুণ্যের সমাহারে সাজানো এক সুন্দর লীলাভূমি। সুউচ্চ পাহাড়ে ঘেরা। এই পাহাড়গুলোতে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন সব দৃশ্য যা হৃদয় ও মনকে আবেগে উদ্ভাসিত করে। শীতপ্রধান দেশ হওয়ায় শীতের পরে বসন্ত ঋতুতে কোরিয়া যেন তার সৌন্দর্যের পূর্ণতা ফিরে পায়। সমস্ত গাছ পাতা গজাবার আগে বিভিন্ন রঙের কলি ও ফুলে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। যার ফলে প্রকৃতির যেখানেই দৃষ্টি মেলা যায় সেখানেই ফুল আর ফুল। যৌবন পরিপূর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে দখিনা বাতাস মানুষের মনেও আনে ফাগুনের উন্মাদনা। সত্যিই চোখে না দেখলে উপলব্ধি করার উপায় নেই। কোরিয়ায় একটা প্রবাদ আছে, 'আরমদাম নুংদাম নারা' অর্থ হলো- তাদের হৃদয়ে হাসি-আনন্দপূর্ণ বলেই তারা সুখী, সুন্দর এবং তাদের দেশ এক ব্যতিক্রমধর্মী মজার দেশ। এরা প্রকৃতির পূজারি, প্রকৃতিতে জন্ম, প্রকৃতিতেই মিশে যাবে কোনো এক দিন। কর্ম ও আনন্দপাগল এই জাতি আমাদের চেয়ে সত্যিই ভিন্ন চেতনার। দেশ ও জাতিভেদে বসন্ত এখানে মানুষের জীবনে নানা রঙে আবির্ভূত হয়। আমাদের দেশে বসন্ত মানেই ফুলের সমাহার, কোকিলের গান, ললনাদের বাসন্তী শাড়িতে সাজ, ভালোবাসার নানা উৎসব। ঠিক তেমনি বসন্তে কোরিয়ার ৭০ ভাগ পাহাড় যেন বিভিন্ন জংলি ফুলে পরিপূর্ণ থাকে। তেমনই প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সরকারি উদ্যোগে সমস্ত অফিস, বাড়ির আঙিনা ও রাস্তার পাশে ফুলের চাষ করা হয়। সাগর ও নদীর বিভিন্ন স্পটগুলো সাজানো হয় বিনোদনের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে। বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, শপিং কমপ্লেক্স, রেস্টহাউজ, কফিশপ নাটক ক্লাবগুলো তাদের কাস্টমারের জন্য জমজমাট আয়োজন করে। একে অন্যকে বিভিন্ন উপহারসামগ্রী প্রদান করে। সৌন্দর্য আর ভালোবাসার এক নতুন মেলবন্ধনকে বরণ করে নেয় পুরো কোরিয়া।

Mr. Masum, Kumo Tex Co. Ltd, 116-1, Lidong Gyo-LI, Sohwul-Fub, Pochon-Gun. Kyounggi-Do, S.Korea. H.P 011-968206336

ব্যক্তিরা জার্মানির প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে বীমার অন্তর্ভুক্ত হন। বেকার ও কর্মহীনরাও চিকিৎসা বীমার অন্তর্ভুক্ত হলেও সামাজিকভাতা গ্রহণকারী এবং উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকার বহন করে। একজন রোগীকে সুস্থ করে তোলার জন্য সম্ভাব্য সব রকম চিকিৎসাই করা হয়, তা যত ব্যয়বহুল হোক না কেন। চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে একজন রোগী যখন মৃত্যুর পথে পা বাড়ায়, তখনই শুরু হয় বিভিন্ন প্রকার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে রোগীকে কৃত্রিমভাবে শুধু কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। এমন অনেক রোগী আছেন যারা শরীরে প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে শুধু মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। সুস্থ হবার কোনো প্রকার সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট নেই। জীবন থাকে তাদের এখন আর চাওয়া-পাওয়ারও কিছু নেই। প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে কৃত্রিমভাবে মরে বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছাই নেই। প্রবল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে স্বজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করতে চান মৃত্যুর হিমশীতল ছোঁয়া। সহজ মৃত্যুর জন্য শরণাপন্ন হন চিকিৎসকের। মিনতি করেন কিছু একটা শরীরে প্রয়োগ করে সহজ মৃত্যুদান করার জন্য। কিন্তু জার্মানিতে তা এখনো পর্যন্ত সম্ভব নয়। প্রথমত সরকার কোনো রোগীকে তার নিজ ইচ্ছায় মরতে দেবে না। দ্বিতীয়, জার্মান সমাজেও এটা নিয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন উঠেছে।

জার্মানির আইন ও বিচারমন্ত্রী উত্থাপিত নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী একজন চিকিৎসক কোনো রোগীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মৃত্যুসহায়তাদানের জন্য হত্যাকারী হিসেবে আর বিবেচিত হবেন না যদি সেই রোগী চিকিৎসককে তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য পূর্বে লিখিত অনুমতি প্রদান করে থাকেন। আইনটি পাস হয়ে গেলে হাসপাতাল বা ওল্ড হোমে ফেলে রেখে যাওয়া বার্ধক্যে জর্জরত স্বজনহীন জার্মান রোগীদের অনেক দিনের একটি আশা পূরণ হবে। সহজ পদ্ধতিতে প্রাণ বিসর্জনের জন্য তাদের আর হল্যান্ড বা বেলজিয়াম গিয়ে ধরনা দিতে হবে না। আত্মহত্যার মতো দুঃসাহসী সিদ্ধান্তও নিতে হবে না। আমাদের কবির ভাষায়- মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। কিন্তু জার্মানি বা পুঁজিবাদী সমাজের বাস্তবতা ভিন্ন। এখানে বেঁচে থাকার অর্থ এক সময় হয়ে যায় শুধুই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা।

মোঃ ইসমাইল হোসেন (বাবু)
Friedberger Anlage3
603 104 Frankfurt, Germany

ইউরোপের মৃত্যুসহায়তা আইন

হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে চিকিৎসকরা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মৃত্যুতে সহায়তা করে থাকেন। এটা সে দেশে আইনত বৈধ। এ জন্য চিকিৎসকরা হত্যার কারণে অভিযুক্ত হন না। ফ্রান্সে এখনো পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মৃত্যুসহায়তা হত্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে সে দেশের সংসদেও বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে। ডেনমার্কে ১৯৯২ সাল থেকে পরোক্ষ মৃত্যুসহায়তা বৈধ। তবে চিকিৎসকদের সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে অনুমতি নিতে হয়। স্পেনে রোগীর ১৯৯৫ সাল থেকে জীবনরক্ষার্থে চিকিৎসকদের সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, যদি রোগীর যন্ত্রণা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে এবং আরোগ্য লাভের কোনো সম্ভাবনা না থাকে। গ্রেট ব্রিটেনে প্রত্যক্ষ মৃত্যুসহায়তা নিষিদ্ধ। তবে রোগী যদি লিখিত অনুমতি দেয় যে কৃত্রিমভাবে জীবন বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত যন্ত্রপাতি তার শরীর থেকে খুলে ফেলার জন্য তাহলে চিকিৎসক রোগীর অনুরোধ রক্ষা করে তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে পারে। সে জন্য তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন কেন্টনে পরোক্ষ মৃত্যুসহায়তা বৈধ।

টোকিও বৈশাখী মেলা ১৪১২

শিশু কিশোরদের দৃষ্টি আকর্ষণ

১৭ এপ্রিল ২০০৫, রবিবার, ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

স্থান: ইকেবুকুরো নিশিগুটি পার্ক, টোকিও।
ছোটদের অনুষ্ঠান (চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক পর্ব)
সময় ১২.০০ থেকে ১৪.০০ পর্যন্ত।
আয়োজক : বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি (জাপান)
বৃহত্তর ময়মনসিংহ সোসাইটি, জাপান

চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গান, নাচ, কৌতুক, অভিনয়সহ যে কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণে আগ্রহী শিশুদের আগাম নাম লিপিবদ্ধ করা জরুরি।
অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করছি।

যোগাযোগ- ০৩-৩৯০৯-২২০৭, ০৯০-৯৩৩২-২০৩৩, ০৯০-৬১৮৬-৫১৬২
রাহমান মনি, কো-অর্ডিনেটর, ছোটদের বিভাগ
email : rahmananju@yahoo.co.jp
rahmanmoni@gmail.com

উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সময় ১১.৩০ থেকে ১২.৪৫ পর্যন্ত
আয়োজক : বাংলাদেশ সাংবাদিক-লেখক ফোরাম, জাপান
ABEC (Association of Bangladesh Ex-Cadets)
অংশগ্রহণে আগ্রহীদের অগ্রীম যোগাযোগের অনুরোধ করছি।
যোগাযোগ : ০৩-৫২৪৮-৩৯৮৮, ০৯০-৫৫৩৮-৪৮৪২
কাজী ইনসান, কো-অর্ডিনেটর (উন্মুক্ত পর্ব)

ল ন ড ন

রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর

সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এস এম কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে ১৩ ফেব্রুয়ারি লন্ডন প্রবাসীরা দলমত নির্বিশেষে পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে নেমে আসেন। এই ব্যতিক্রমী নীরব প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয় বিকাল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। আসমা কিবরিয়ার আহ্বানে ৬০ মিনিটের এই নীরব প্রতিবাদে সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক বাঙালি অংশ নেন। তারা এসেছিলেন সন্ত্রাস, হত্যার নিন্দা জানাতে। এসেছিলেন নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারের দাবিতে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, যুক্তরাজ্য বামফ্রন্ট, যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, জাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি, যুবলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, গণফোরাম, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, দৃষ্টিপাত, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, যুব ইউনিয়ন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বইনাবা ফিল্ম সোসাইটি, ব্রিকলেন জামে মসজিদ, বেঙ্গলি টিচার্স এসোসিয়েশন, আন্তর্জাতিক বাঙালি, ইউকে ব্যারিস্টারস কাউন্সিল, নর্থ লন্ডন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, জাতীয় শ্রমিক লীগ, শেখ মুজিব রিসার্চ সেন্টার, উদীচীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন ছবি, প্লাকার্ড, ব্যানার, কালো পতাকা নিয়ে। এই কর্মসূচি চলাকালে লর্ডসভার বেরোনেস উদ্দিন সপরিবারে, সাবেক মন্ত্রী, সাংসদ সৈয়দ আশারফুল ইসলাম, যুক্তরাজ্যের সাবেক হাইকমিশনার গিয়াসউদ্দিন, টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলর মাইকেল কিথ, কাউন্সিলর আব্দুল আসাদ, কাউন্সিলর সেলিম উল্লাহ, ওয়েস্টমিনিস্টার কাউন্সিলর মোশতাক কোরেশী, আওয়ামী লীগের শামসুদ্দীন খান, সুলতান শরিফ, শফিকুর রহমান চৌধুরী, মেহের নিগার চৌধুরী, বাম ও অন্যান্য দলের সিএএস কবির, ড. বি বি চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আব্দুল মনসুর লিলু, সৈয়দ আনাস পাশা, সামাজিক সংগঠনের আতাউর রহমান চৌধুরী, খালিসাদার, নূরুল ইসলাম, সাজ্জাদ মিয়া, সোনাহর আলী, আনসার আহমেদ উল্লাহ, বিধান গোস্বামী, শামীম আজাদ, নোরা শরিফ, শাহীন জামান, রহিমা আক্তার, সৈয়দ নাজনিন সুলতানা শিখা, সনিয়া খান, দেলওয়ারা বেগম চৌধুরী, রাহেলা শেখ, শামসউদ্দিন আহমেদ মাস্টার, আজিজুল হক, পারভীন সুলতানা, নারগিস নাহার,

আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ব্যতিক্রমী নীরব প্রতিবাদ

নুরুন্নাহার বেগম, মোস্তফা কামাল, এম এ রহিম, সৈয়দ ফারুক, মারুফ আহমেদ, আনসারুল হক, আবু মুক্তা হাসান, এম এ ওয়াদুদ মুকুল, এ আহাদ চৌধুরী, হরমুজ আলী, মান্না হক, সৈয়দ কাশেম, আলহাজ এম এ মতলিব, মালিক শাক, সুজিত সেন, আশীষ সালেহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ নীরব প্রতিবাদ কর্মসূচি চলাকালে ব্যতিক্রমী কর্মসূচি 'রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর' নামে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়।

শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে লন্ডনে সফল করে তোলার জন্য লন্ডন প্রবাসী সবাইকে জনাব কিবরিয়ার মেয়ে আমেরিকা প্রবাসী ড. নাজলি কিবরিয়া সবার প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, যুক্তরাজ্য কেন্দ্রীয় কমিটি
131 Commercial Street, London EI 6BJ
Tel : 07800 573462 fax : 0207 655 4678

জা র্মা নি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মঞ্চে সায়মা রহমান লাবণ্য এবং তবলায় সুজিত রায়

বায়ান্নর মহান ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো এবং নতুন প্রজন্মের কাছে মহান একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জার্মানির অফেনবাখ (Offenbach) লেদার মিউজিয়ামে, ৫ মার্চ উদযাপন করা হয় 'মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।' অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হয় শিশুদের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে। জাতীয় সঙ্গীতের সময় সবাই আসন থেকে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয়। এরপর অফেনবাখ বিদ্যানিকেতন স্কুলের শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন বিদ্যানিকেতন স্কুলের শিক্ষিকা শামসুন্নাহার শিরিন। কবিতা পাঠের আসরে কবিতা পাঠ করেন মাহমুদা রহমান অনি, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, সাহিত্যরঞ্জন পাল এবং গোলাম সারওয়ার পিন্টু। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল মান্নান হীরার নাটক 'বউ'। পরিবেশনায় বাংলা থিয়েটার। নাটকটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নওরোজ বানু গার্গী এবং অলি রহমান। ইউরোপের তিনটি দেশের শিল্পীদের সমন্বয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানটি ছিল অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব। সুইডেনের প্রবাসী, পেশায় চিকিৎসক সায়মা রহমান লাবণ্যের বাংলা হারানো দিনের গান, হল্যান্ড থেকে আগত শিল্পী সুজিত রায় এবং ইন্দ্রনীল রায়ের গাওয়া বাংলা পুরনো দিনের গানও শ্রোতাদের আনন্দদান করে। প্রবাসী বাঙালি শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নিম্নি কাদের এবং ইনামুল। অফেনবাখ ছাড়াও জার্মানির বিভিন্ন শহর থেকে আগত প্রবাসী বাঙালিরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন মাহমুদা রহমান অনি। এ ছাড়াও ছিল অমর একুশে উপলক্ষে বইয়ের স্টল এবং নানা ধরনের খাওয়ার আয়োজন। অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজনে এবং সহযোগিতায় ছিলেন আকতার শাহনেওয়াজ দুলাল, আফজালউন্নিসা শেফু, মনিরুল আলম, মানজাফর স্বপন, আনোয়ার কবীর এবং অফেনবাখ বিদ্যানিকেতন স্কুল কমিটি।

তাসলিমা খানম, ব্ল্যাক ফরেস্ট, জার্মানি

দ: কো রি য়া

বাংলাদেশ নামের বিভ্রাট

জীবন এবং জীবিকার তাড়নায় দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থান করছি প্রায় পৌনে একযুগ হতে চললো। এই দীর্ঘ সময় কোরিয়ানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রচুর মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। দুঃখের বিষয় হাতে গোনা দু'একজন ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে বাংলাদেশ নামটি সঠিক ব্যবহার পাইনি। নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে যখন প্রথম কোরিয়ায় আসি এখন কোরিয়ানদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর নিজ দেশের নাম বললে কোরিয়ানরা মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতো এবং স্বদেশীদের সঙ্গে বলাবলি করতো আফ্রিকার দিকের কোনো দেশটেশ হবে! উল্লেখ্য, কোরিয়ানরা ফর্সা হওয়ায় একটু মন্দা চামড়ার মানুষ দেখলেই আফ্রিকান ভেবে বসে। কোনো একদিন কোরিয়ানদের সঙ্গে এক আড্ডায় পাশে থাকা এক বন্ধু দেশের পরিচয় দিতে গিয়ে বললো তার দেশ বিক্রমপুর (মুন্সীগঞ্জের)। কোরিয়ান ভদ্রলোক মাথা খাটিয়ে স্মরণ করেছিল দেশটি কোনো মহাদেশে হতে পারে। কিছুক্ষণ পর বন্ধুটি কোরিয়ানকে ধারণা দিলো বিক্রমপুর দেশটি ভারতীয় উপমহাদেশে! কোরিয়ান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ও... ও... শব্দে উপস্থিত সবাইকে বোঝাচ্ছিল বিক্রমপুর দেশটি তার খুব পরিচিত, কিন্তু এতোক্ষণ মনে করতে পারছিলো না। আমরাও তার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে না হেসে থাকতে পারি না। যাই হোক আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান কিংবা ভারতের নিকটবর্তী একটি দেশ বলে পরিচয় দিতে হতো। বর্তমানে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রায়ই প্রচুর নেগেটিভ সংবাদ প্রচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে বাংলাদেশের পরিচিতি বেড়েছে। তবে সংবাদপত্রসহ ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় বাংলাদেশকে ভাংগোলাদেশী বলে উচ্চারণ করা হয়। বই-পুস্তকে এভাবে উল্লেখ থাকায় শিক্ষিত সমাজও অনুরূপভাবে বলে আসছে। আবার কর্মক্ষেত্রে অনেক কোরিয়ান বাংলাদেশীদের বাংলা ছারাম (মানুষ) বলে সম্বোধন করে। শ্রীলংকান বন্ধুরা বাঙ্গাল, ভিয়েতনামীরা বাংলাডেট, চাইনিজরা বাহুংলাসহ বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করে। প্রবাসে নিজ দেশের নামের এই বিকৃত উচ্চারণ মন খারাপ করে দেয়।

মোরশেদ আলম (প্রিন্স), Taelim Air deveices & Engineering Co.Ltd, 668-1, Gungpyong-Ri, Dochuck-Myun, Kwangju-Gun, Kyunggi Do 464-880, South Korea, Ph. 016-9217-1298

সু ই ডে ন

জালালাবাদ সংঘ নির্বাচন

বৃহত্তর সিলেটবাসী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, আনন্দ, বিনোদন চর্চার উদ্দেশে উপসালা শহরে গড়ে তোলেন 'জালালাবাদ সাংস্কৃতিক সংঘ উপশালা'। ৫ ফেব্রুয়ারি জালালাবাদ সাংস্কৃতিক সংঘ উপশালার বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ঐ সংগঠনের দ্বিতীয় বার্ষিক নির্বাচন। প্রায় ৩০০ বৃহত্তর সিলেটবাসীর উপস্থিতিতে উপশালা শহরের Backlosa skolans মিলনায়তনে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৫ ও ২০০৬ সালের নতুন কার্যকরী কমিটিতে: সভাপতি- মোঃ আব্দুল খালেক, সহসভাপতি- শাহ মাহফুজুর রহমান (বকুল), সাধারণ সম্পাদক- মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক- মিল্লাত আহম্মদ, কোষাধ্যক্ষ- ইকবাল আহম্মদ জায়গীরদার, সদস্য- হাজী মোঃ তাজুল ইসলাম, বিকাশ রঞ্জন হোড়, মোজান্না আহম্মদ, দেলুয়ার হোসেন, স্বপ্না বেগম, সৈয়দা ইয়াসমিন (লিপি)। খালেদ উদ্দিন চৌধুরী সংক্ষিপ্ত ভাষণে নবাগত কার্যকরী কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং উপস্থিত বৃহত্তর সিলেটবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রবাসী, উপশালা, সুইডেন

ফ্রা ঙ্ক ফু র্ট

ফেরদৌস আরার সঙ্গীতসন্ধ্যা

Für Toleranz

Deutsch-Bengalische Gesellschaft feiert und diskutie

VON NATALIE SOONDRUM

Die Deutsch-Bengalische Gesellschaft will mit der Veranstaltung „Vorurteile überwinden – Integration fördern" am heutigen ...tag für Toleranz gegenüber Zuwande...ben. Geplant sind eine Podiumsdis... ...in buntes Kulturprogramm.

...MÄRZ · Ferdous Ara hat ei... ...le ihrer Landsleute aus ... Sie reiht ...ition ...rie-

Bewusstsein nennt man das, manch... len Ungehorsam. Das hängt davon... laut er meckert und wie sehr das d... schenden Verhältnissen zuwider ... seinem Heimatland wurde seine lin... lektuelle Stimme 1982 zu laut und d... tär, das putschte, zu abweichle... drohte politische Verfolgung. D... der Politik, Geschichte und Litera... schaft floh nach Deutschland.

Derzeit bangten viele in Deuts... bende Migranten, dass Auslän... keit salonfähig werden könnt... ...l Khan. Heute Abend we... ...Dezernent für Integrat... ...die Grünen-Stadtverc... ...ari-Grünberg und

mB‡W‡bi c‰Kvq
evsjv‡`kx wkíx mv¶vrKvi

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বাংলাদেশের সঙ্গীতশিল্পী ফেরদৌস আরা ৫ মার্চ একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নজরুলের গান এখনো সঙ্গীতের মানদন্ডে এবং জাতি, ধর্ম মানচিত্রের সীমা অতিক্রম করে অসীম আবেদন নিয়ে জুড়ে আছে বিশ্ব বাঙালির অন্তরে। জার্মানির এই সঙ্গীতসন্ধ্যায় নজরুলগীতির গুরুত্ব ও এ গানের টান ও কম্পন যে কত শ্রুতিমধুর সেটাই দর্শকমহলে প্রমাণিত হয়েছে। ফেরদৌস আরার গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে থাকে করতালি। অনুষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নৃত্যও পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল রূপসী বাংলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং জার্মান বাংলা সোসাইটি। এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বমানবের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও মানবতা। কারণ বিশ্বায়নের স্রোতে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর নিজস্ব সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজ করছে ভীষণ অস্থিরতা। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে ১৮৮টি জাতি অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক এখানে বাস করেন। সেখানে একমাত্র বাঙালি শিল্পী বাংলা গান পরিবেশন করেছেন। আমরা তাই সত্যিই গর্বিত।

মাহাফুজুর রহমান দুলাল, Frankfurt-SN-212, Giessen, Germany

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫